বিদ্যুতের আলোক রেখা
দিন বদলের
প্রদীপ শিখা

বিশেষ ক্রোড়পত্র — নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে — ২০ মার্চ ২০১১

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে দেশে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রয়োজন। সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে ১৪৭২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক। এর ফলে দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি সংরক্ষণ ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী। বিদ্যুতের অপব্যবহার ও অপচয়রোধে জনগণ আরো সচেতন হবেন-এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সফল অগ্রযাত্রা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিদ্যুৎ খাত : উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ

এ. এস. এম. আলমগীর কবীর
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

পটভূমি

দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়নসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। গ্রামীণ জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুতের চাহিদা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বিগত বছরগুলোতে চাহিদার সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বর্তমানে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। লোড শেডিং লাঘবে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৯ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ২৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না করার কারণে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতের এই ঘাটতির কারণে লোড শেডিং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি গ্রীষ্মকালে "অফ পিক আওয়ার" এ লোড শেডিং করতে হচ্ছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রক্ষেপিত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশে নতুন নতুন শিল্প - কলকারখানা স্থাপন এবং পল্লী এলাকার কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা, লোড শেডিং এর মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে কমিয়ে আনা এবং ২০২১ সালে "সবার জন্য বিদ্যুৎ" সরকারের এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন ও সর্বোপরি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের ছক-১ এ বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

ছক ১ ঃ এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

উৎপাদন ক্ষমতা	৬১০৬ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন	৪০০০-৪৪০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২০ আগষ্ট, ২০১০)	৪৬৯৯ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৫০০ কিলোমিটার
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৯%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৩৬ কিলোওয়াট ঘন্টা

বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার এক চতুর্থাংশের বয়স ২০ বছরের উর্দ্ধে। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া সহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ফোর্সড আউটেজ এর পরিমাণ বেশী। এছাড়া গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার জন্য প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ক্ষমতা ৪০০০ থেকে ৪৬০০ মেগাওয়াট এ উঠানামা করে। সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল ৪৬৯৯ মেগাওয়াট বিগত ২০ আগষ্ট ২০১০ তারিখে। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে গড় Peak Power Generation ছিল ৪৩৫১ মেগাওয়াট যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বেশী।

চিত্র ১ : মাসওয়ারি গড় সর্ব্বোচ বিদুৎ উৎপাদন

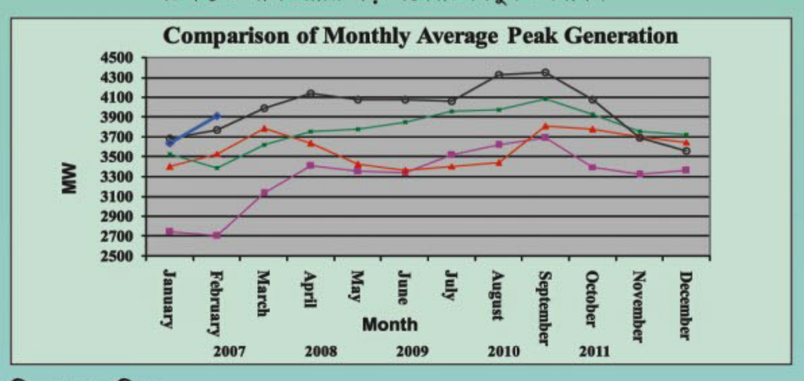

বিকল্প জ্বালানি ঃ

দেশের বিদ্যমান গ্যাসের স্বল্পতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিকল্প জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিগত বছরে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮৯% (চিত্র-২)। এই অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে তা কিছুটা নেমে ৮৭% এ দাঁড়িয়েছে। গ্যাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য LNG আমদানীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যতে কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চিত্র-২: জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন(অর্থ বছর ২০১০)

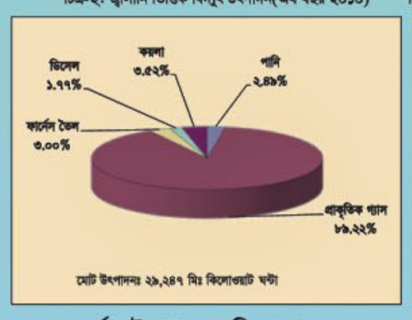

মোট উৎপাদনঃ ২৯,২৪৭ মিঃ কিলোওয়াট ঘন্টা

চিত্র-৩: জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন(জুলাই ২০১০- জানুয়ারী ২০১১)

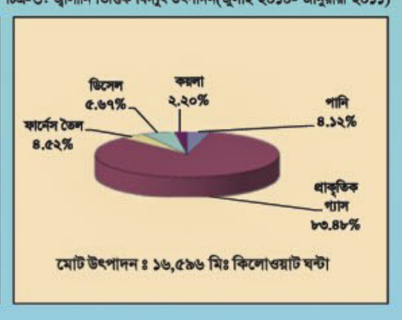

মোট উৎপাদন ঃ ১৬,৫৯৬ মিঃ কিলোওয়াট ঘন্টা

২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনাঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ১৪০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬১০৬ মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও চাহিদার ঘাটতি মেটাতে এবং শিল্প কারখানা সহ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সরকার স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ১৫,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সরকার জরুরী ভিত্তিতে লোড শেডিং সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ দেখানো হলো (ছক-২)।

ছক-২ ঃ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

সাল	২০১০ (মেঃওঃ)	২০১১ (মেঃওঃ)	২০১২ (মেঃওঃ)	২০১৩ (মেঃওঃ)	২০১৪ (মেঃওঃ)	২০১৫ (মেঃওঃ)	২০১৬ (মেঃওঃ)	মোট (মেঃওঃ)
সরকারি খাত	২৫৫	৮৫১	৮৩৮	১০৪০	১২৭০	৪৫০	১৫০০	৬২০৪
বেসরকারি খাত	২৭০	১০৫	১৩১৯	১১৩৪	১০৫৩	১৯০০	১৩০০	৭০৮১
কুইক রেন্টাল	২৫০	১২৩৮						১৪৮৮
মোট	৭৭৫	২১৯৪	২১৫৭	২১৭৪	২৩২৩	২৩৫০	২৮০০	১৪,৭৭৩

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

অতি দ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি।

দায়িত্ব গ্রহণের পর এ যাবৎ আমরা ১,৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। এ পর্যন্ত ৩,৩১৭ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ৫/৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৪,১৬৬ মেগাওয়াটের চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আরও প্রায় ২,০১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করছি।

আমি আশা করি সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২টি পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

শেখ হাসিনা

বাণী

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী
বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের মানুষের চাহিদা পুরনে আন্তজাতিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রণীত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং একই সাথে হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভলগ্নে আমি এ প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হল জ্বালানি সংকট। এ সংকট মোকাবেলায় সরকার প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়েও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে তরল জ্বালানি ভিত্তিক বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকী প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকলে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে এগিয়ে আসবেন।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

বাণী

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত ব্যাপক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভলগ্নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ সময়ের মধ্যে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে।

সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালাও প্রনয়ণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিশেষে আমি সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালনি সাশ্রয়ে সবাইকে আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

বাণী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং একই দিনে হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে-যা বিদ্যুৎ খাতের অগ্রযাত্রাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা ও বিরাজমান জ্বালানি সংকট সত্ত্বেও এ উদ্যোগগুলো সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

একদিকে গ্যাসের স্বল্পতা অন্যদিকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় সরকার তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্দ্যোগ নিয়েছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অনেক বাড়বে। কাজেই বিদ্যুতের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে না নিয়ে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি কমে যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সঞ্চালন ও বিতরণ কর্যক্রমের উন্নয়ন, পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানী, প্রি-পেইড মিটার চালুকরা সহ বহুবিধ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করছি। সকলের অংশগ্রহণে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহে আমরা বদ্ধপরিকর।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাণী

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

নায়ায়ণগঞ্জ জেলাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দুই বছরের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একই সাথে আরো আনন্দের বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে বিরাজমান গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট কম বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে তেল ভিত্তিক প্রকল্পগুলোর সময়মত বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় যথেষ্ট সাহায্য করবে। ফুয়েল ডাইভারসিফিকেশনের মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি যেমন তেল, কয়লা, সৌর, বায়ু ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিউবো ও ভারতে এনটিপিসি এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কয়লা ভিত্তিক ১৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং বেসরকারি খাতে কয়লা ভিত্তিক প্রায় ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া এল এন জি আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিদ্যুতের দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদা এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করে আগামী ২০ বছরের জন্য একটি মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করার টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লা ভিত্তিক ১৯,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে আন্তসংযোগ সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ আন্তসংযোগ লাইনের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আজকের এই শুভ লগ্নে আমি বেসরকারি উদ্যোক্তা কোম্পানী সামিট, দেশ এনার্জি এবং বিউবোর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান ইজিসিবি ও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সাথে সংশ্লিষ্ট বিউবো ও কোম্পানী সমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ.এস.এম. আলমগীর কবীর

See Page-24